



218764 - ক্রতোর সম্পদ হারাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বক্রি করা

প্রশ্ন

ইন্টারনেটে বচোবক্রিরি ব্যবসা সংক্রান্ত: Amazon Kindle একটি আমেরিকান ওয়েবসাইট। অর্থাৎ এতে কাফরেরো আছে। আমি এ ওয়েবসাইটে একটি বই বক্রি করতে চাই। যারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ক্রয় করে তারা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কথিবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্রয় করে। যখন কোন ক্রতো সুদিক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কথিবা অন্য কোন হারাম পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় করবে আমার উপরে কিসটোর গুনাহ আসবে? এ ক্ষেত্রে কথি আমার গুনাহ হবে? কারণ আমি জানি না, ক্রতো কথি হালাল উপায়ে কনিবে; নাকি হারাম উপায়ে? উল্লেখ্য, আমি কোন হারাম বই বক্রি করব না (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই)। ক্রতোর সম্পদ যদি হারাম হয়, সে যদি নিটেরে মাধ্যমে আমার বইটি কনে এবং আমি সে সম্পদরে মালকি হই—এতে করে কথি আমার গুনাহ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইতপূর্ববে কয়কেটি ফতোয়ায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহাররে বধিন, কোন কোন ধরণরে ক্রেডিট কার্ড জায়ে, কোন ধরণরে ক্রেডিট কার্ড জায়ে নয়— সসেব বর্ণনা করা হয়েছে।

এবং ইতপূর্ববে এ বিষয়ও আলোচতি হয়েছে যে, ক্রতো ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মূল্য পরিশোধ করলে বক্রিতোর জন্য সটো গ্রহণ করা জায়ে; যমেনটি আজকাল অনকে ব্যবসায়িক প্রতষ্টিঠানহে চালু আছে। কারণ বক্রিতো কোন হারাম লনেদনে করনেনি; শুধু তার পাওনাটা গ্রহণ করেছে।

আপনার প্রশ্নরে অংশ বিশেষে: "ক্রতোর সম্পদ যদি হারাম হয়, সে যদি নিটেরে মাধ্যমে আমার বইটি কনে এবং আমি সে সম্পদরে মালকি হই—এতে করে কথি আমার গুনাহ হবে?"

জবাব: আপনার বক্রি সঠিক। আপনার কোন গুনাহ হবে না। কেননা বক্রিতোর উপর আবশ্যক নয় যে, ক্রতোক্রে তার সম্পদরে উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা কথিবা এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কারণ প্রত্যকে ব্যক্তরি কাছে যে সম্পদ আছে সেটোর মূল বধিন হচ্ছে—সটো তার সম্পদ; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বপিরীত কোন প্রমাণ প্রতষ্টিঠতি হয়।



কোন মানুষ যদি হারাম পন্থায় কিছু সম্পদ অর্জন করে এর কারণে তার সাথে আর্থিক লেনদেনে নষিদ্ধ নয়। কারণ ইহুদীরা সুদ কারবার করা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের সাথে লেনদেনে করত।

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ মুশরকিদরে ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে লেনদেনে করতেন; এটা জানা সত্ত্বেও যে, তারা সকল হারাম থেকে বঁচে থাকে না।" [জামুউল উলুম ওয়াল হকিম (পৃষ্ঠা- ১৭৯)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: "মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের হাতে যে সব সম্পদ রয়েছে, যার ব্যাপারে প্রমাণের ভিত্তিতে কথিবা আলামতের ভিত্তিতে জানা যায় না যে, এগুলো আত্মসাৎকৃত সম্পদ কথিবা নাজায়যে পদ্ধতিতে হস্তগত সম্পদ—কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের সাথে সে সব সম্পদে লেনদেনে করা জায়যে। ইমামদের মাঝে এ নিয়ে আমি কোন মতভেদে জানি না।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৩২৭)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।